theindependent

Date: 17-10-2016 Page: 09, Col: 6-8 Size: 13.5 *Inc

South Asia Economic Summit ends with hope of prosperity

STAFF REPORTER

The two-day Ninth South Asia Economic Summit ended with a message "Towards an inclusive, just and peaceful society in South Asia by 2030" yesterday at a hotel in the capital.

"Sources of Structural injustice are the hindrances to build inclusive, just and peaceful society. These are; inequitable access to productive assets, participation in inequitable market, inequitable access to human development and unjust governance," said Chairman of CPD (Centre for Policy Dialogue) Professor Rehman Sobhan at the ending note of the summit.

"To reduce the inequality and balance the equation of the market, farmers need to access towards four things; transport, technologies, market, and products," he also added.

"100 speakers and almost 98 countries have been participating in this summit. It shows the profoundness of this summit towards the world. South Asian economy is the fastest growing economy and one-fourth of the world's population live in south-Asia," said State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam.

"To overcome the challenges towards the regional integration and economic development we need to tie our hands jointly and tightly together because develop is a share prosperity," he said at the end note.

"For achieving inclusive economic growth we need to address some issues like; skill young workers, poverty reduction, share opportunities, new market penetration, and reducing inequality towards education," said Speaker of the National Parliament Shirin Sharmin Chaudhury.

"The future belongs to them who has within of a dream," she said with an end note.

Previously, there was a seminar regarding; promoting sustainable industrialisation and opportunities for job creation and income generation where lots of prominent guests were participated and placed their views.

"Asia is creating 1 billionaire in every three days, so that's signify how pivotal the economic sustainability of Asian economy right now. Inequality is a problem in south Asia, but it is commendable about how China has come out from the poverty in the history of the world," said MCCI President Syed Nasim Manzur.

আলোকিত বাংলাদেশ
The Daily Alokito Bangladesh
Date:17-10-2016 Page 07, Col 1-4 Size: 32 Col*Inc

আঞ্চলিক উন্নয়নে বড় বাধা পারস্পরিক আস্থাহীনতা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো পিছিয়ে রয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করার অবারিত সুযোগ রয়েছে। একে অপরে সম্পদ, অবকাঠামো, প্রযুক্তি, উন্নয়ন মডেল ব্যবহার করে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে পারে খুব সহজে। কিন্তু নিজেদের উন্নয়নের বাধা হিসেবে রয়েছে নিজেদের মধ্যে চলতে থাকা দ্বন্দ্ব, অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকির নানা বিষয়। নবম দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের শেষ দিনে বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেন।

রাজধানী ঢাকার একটি সম্মেলন কেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। শেষ দিনে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, সিপিডি চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান, এফবিসিসিআই সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা অংশ নেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে অর্থায়নই বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মডেল হতে পারে অন্যতম বড় উৎস। তবে পিপিপি প্রকল্পের দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশের পিপিপির অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। অনেক প্রকল্প স্থবির কিংবা ধীরগতিতে চলছে।

তিনি বলেন, আন্তঃদেশীয় ব্যবসার পরিবেশ তৈরিতে সরকারগুলোকে কাজ করতে হবে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ গড়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। পরস্পরের সফলতার ক্ষেত্রগুলো পরস্পরের মাঝে ভাগাভাগি করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, রাজনৈতিক আস্থার সংকট সত্ত্বেও বিশ্বের অনেক অঞ্চল অর্থনৈতিক স্বার্থে এক হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের ঐক্যে দুর্বলতা আছে। অর্থায়নে বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) একটা উৎস হতে পারে তবে নীতির ধারাবাহিকতায় এফডিআই প্রবাহ ব্যাহত হয়।

ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম বলেন, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার রাজস্ব আহরণ এবং ব্যবহারে দক্ষতার অভাব রয়েছে। মুদ্রা বিনিময় হারও যথেষ্ট উদার নয়। এছাড়া অর্থায়ন সংকট দূর করতে পুঁজিবাজারের উন্নয়নের কথা বলেন তিনি।

আবদুল মাতলুব আহমাদ বলেন, বাংলাদেশের যোগাযোগ, ব্যাংক ও বৈদ্যুতিক খাত বেসরকারি বিনিয়োগনির্ভর। এসব খাতে বিদেশিদের বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে বিনিয়োগের

নবম দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন শেষ

সুযোগ তৈরি করতে হবে সরকারকে। পারস্পরিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় দেশকে পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ অঞ্চলের মোটর ভেহিকল এগ্রিমেন্ট, সাফটা ইত্যাদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন করে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। ছোট দেশগুলো যেন বড় দেশের সঙ্গে আমদানি-রফতানি অবাধভাবে করতে পারে সে সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের বাণিজ্য আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে অনেক বেশি। সে তুলনায় এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে অনেক কম। আঞ্চলিক বাণিজ্য বাড়াতে হলে অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ করে তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে।

আফগান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের উপদেষ্টা অধ্যাপক আবদুল ওয়াসে হাকিকি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর টেকসই উন্নয়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ কার্যকর উপযোগী ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এটি করা না গেলে এসডিজি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের দেশগুলোর উন্নয়নে প্রধান সমস্যা দুর্বল সরকার এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য সমন্বয়হীনতা। চলতে থাকা দ্বন্দ্ব, অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা হুমকির কারণে কার্যকর অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না দেশগুলো। প্রতিষ্ঠিত সার্ক সফল হচ্ছে না রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও দ্বিপক্ষীয় বিরোধিতার কারণে।

ভারতের প্রবীর দে বলেন, পারস্পরিক সম্পর্ক আছে ঠিক কিন্তু সেটা খুব বেশি কাজে লাগছে না। রাজনৈতিক টানাপড়েন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বড় দেশে আমদানি-রফতানির জন্য ছোট দেশের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

আফগানিস্তানের পর্সেশ রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডিজ অর্গানাইজেশনের (পিআরএসও) আহমেদ শাহ মোবারিজ বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়ছে। এতে বাণিজ্যও কিছুটা বাড়ছে, কিন্তু তা সম্ভাবনার চেয়ে অনেক কম। ভৌগোলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো কাছাকাছি হলেও আমদানি-রফতানি হচ্ছে খুব সামান্য। আঞ্চলিক রফতানির পরিমাণ মোট রফতানির মাত্র সাড়ে ৪ শতাংশ এবং রফতানির পরিমাণ ৭ শতাংশ।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব, সীমান্তে সংঘর্ষ ও সন্ত্রাস, কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও পরিবহন খরচ বেশি হওয়ায় এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বাড়ছে না।

ভারতের এশিয়ান স্টাডিজের মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. শ্রী রাধা দত্ত বলেন, এ অঞ্চলের সীমান্ত হাট, সীমান্তে বাণিজ্য, যান ও নৌপরিবহন চুক্তি হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান পুরোপরি হয়নি। সীমান্ত দিয়ে শুধু বাণিজ্য নয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্য সাধারণ সেবাগুলো স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা জরুরি।

সেমিনারে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, নেপাল টেলিভিশনের সম্পাদক শোভা শ্রেষ্ঠা, পাকিস্তানের আইএনএফএনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সাফকাত মুনির আহমেদ, একুশে টিভির সিইও মনজুরুল আহসান বুলবুল বক্তব্য রাখেন। এতে বক্তারা বলেন, অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে এ অঞ্চলে সাংবাদিকদের চলাচল নিয়ন্ত্রিত। অন্যদের ক্ষেত্রে ভিসা পাওয়ার চেয়ে সাংবাদিকদের ভিসা পাওয়া অনেক কঠিন। এছাড়া এ অঞ্চলের পত্রিকাগুলো দেশের স্বার্থ দেখতে গিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংবাদ, সন্ত্রাসের সংবাদ ও অপরাধবিষয়ক সংবাদে প্রাধান্য দেয়া হয়। এ প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে উন্নয়নের মডেলগুলো তুলে ধরতে হবে।

আমাদের সময়
Date:17-10-2016 Page 03,Col 2-3 Size: 20 Col*Inc

নবম দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন

অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা হুমকি এ অঞ্চলের উন্নয়নে বাধা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করার অবারিত সুযোগ রয়েছে। কিন্তু অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতায় এ অঞ্চলের দেশগুলো বেশ পিছিয়ে। একে অপরের সম্পদ, অবকাঠামো, প্রযুক্তি, উন্নয়ন মডেল ব্যবহার করে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে পারে খুব সহজে। কিন্তু উন্নয়নের বাধা হিসেবে রয়েছে নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকির নানা বিষয়। এ অঞ্চলের দেশগুলোর উন্নয়নে এসব দূর করে যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। গতকাল ঢাকায় আয়োজিত নবম দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনে এসব কথা বলেন বক্তারা। দুদিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

গতকাল সম্মেলনের শেষ দিনে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, সিপিডি চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান, এফবিসিসিআই সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, আফগানিস্তানের সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা অংশ নেন।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, অর্থনেতিক মন্দা সমাজে নানা বৈষম্য সৃষ্টি করে। সে কারণে অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা হুমকি

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) অর্জনে আমাদের যুব সমাজ ও কর্মক্ষম জনশক্তিকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০৩০ সালের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছাতে একসাথে কাজ করতে হবে।

স্পিকার বলেন, এ সংগঠনটি দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে বাজার অর্থনীতি সচল, অর্থনৈতিক সংকট নিরসন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার উন্নয়ন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, উদ্ভাবনী নীতিমালা গ্রহণ, বহুমুখী সুবিধা প্রনয়ণ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ অঞ্চলের সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

আফগান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের উপদেষ্টা ও সিল্ক রোড ইনোভেশন গ্রুপের প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক আবদুল ওয়াসে হাকিকি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর টেকসই উন্নয়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ কার্যকর উপযোগী ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এটি করা না গেলে এসডিজি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের দেশগুলোর উন্নয়নে প্রধান সমস্যা দুর্বল সরকার এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য সমন্বয়হীনতা। চলতে থাকা দ্বন্দ্ব, অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা হুমকির কারণে কার্যকর অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না দেশগুলো। প্রতিষ্ঠিত সার্ক সফল হচ্ছে না রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও দ্বিপক্ষীয় বিরোধিতার কারণে।

মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে অর্থায়নই বড় চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) মডেল হতে পারে অন্যতম বড় উৎস। তবে পিপিপি প্রকল্পের দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশের পিপিপির অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। অনেক প্রকল্প স্থবির কিংবা ধীরগতিতে চলছে। আন্তঃদেশীয় ব্যবসার পরিবেশ তৈরিতে সরকারগুলোকে কাজ করতে হবে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ গড়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। পরস্পরের সফলতার ক্ষেত্রগুলো পরস্পরের মাঝে ভাগাভাগি করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, রাজনৈতিক আস্থার সংকট সত্ত্বেও বিশ্বের অনেক অঞ্চল অর্থনৈতিক স্বার্থে এক হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের ঐক্যে দুর্বলতা আছে। অর্থায়নে বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) একটা উৎস হতে পারে তবে নীতির ধারাবাহিকতায় এফডিআই প্রবাহ ব্যাহত হয়।

ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম বলেন, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার রাজস্ব আহরণ এবং ব্যবহারে দক্ষতার অভাব রয়েছে। মুদ্রাবিনিময় হারও যথেষ্ট উদার নয়। এ ছাড়া অর্থায়ন সংকট দূর করতে পুঁজিবাজারের উন্নয়নের কথা বলেন তিনি।

আবদুল মাতলুব আহমাদ বলেন, বাংলাদেশের যোগাযোগ, ব্যাংক ও বৈদ্যুতিক খাত বেসরকারি বিনিয়োগনির্ভর। এসব খাতে বিদেশিদের বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করতে হবে সরকারকে। পারস্পরিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় দেশকে পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ অঞ্চলের বিবিআইএন, মোটর ভেহিকল এগ্রিমেন্ট, সাফটা ইত্যাদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন করে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। ছোট দেশগুলো যেন বড় দেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি অবাধভাবে করতে পারে সে সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের বাণিজ্য আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে অনেক বেশি। সেই তুলনায় এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে অনেক কম। আঞ্চলিক বাণিজ্য বাড়াতে হলে অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ করে তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে।

ভারতের প্রবীর দে বলেন, পারস্পরিক সম্পর্ক আছে ঠিক কিন্তু সেটা খুব বেশি কাজে লাগছে না। রাজনৈতিক টানাপড়েন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বড় দেশে আমদানি-রপ্তানির জন্য ছোট দেশের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

বণিক বার্তা

Date:17-10-2016 Page: 16 Col: 1-3 Size:31 Col*Inc

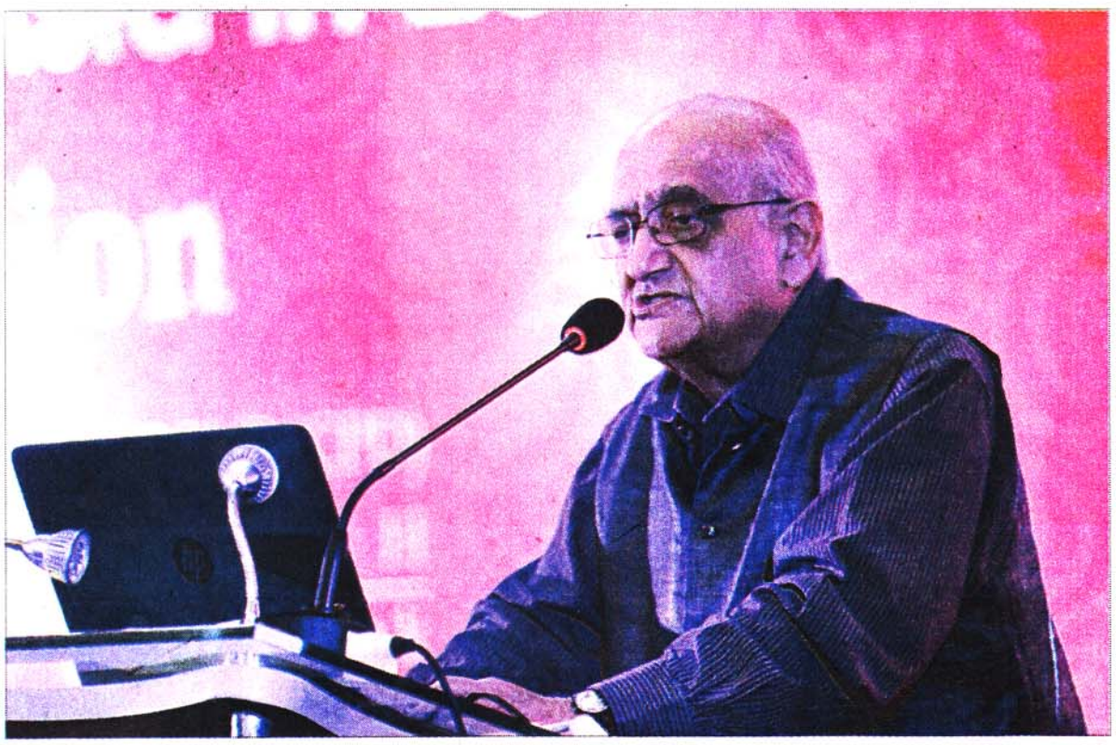

দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের শেষ দিনে গতকাল বক্তব্য রাখেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

শেষ হলো দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন

অভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় সমন্বিত উদ্যোগের সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো একই ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে। অভিন্ন হলেও এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে কোনো সমন্বিত উদ্যোগ বা পরিকল্পনা নেই। তাই দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার পাশাপাশি সমন্বিতভাবে আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে। অন্যথায় বাধাগ্রস্ত হবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জন। রাজধানীর একটি হোটেলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত দুই দিনব্যাপী নবম দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের (এসএইএস) সমাপনী দিনের প্যারালাল ও প্লেনারি সেশনে বক্তারা গতকাল এসব কথা বলেন।

এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল— ২০৩০ সালের দক্ষিণ এশিয়া পুনর্ভাবনা। সম্মেলনের সহ-আয়োজনে রয়েছে ভারতের রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ (আরআইএস), পাকিস্তানের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি ইনস্টিটিউট, শ্রীলংকার ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ অব শ্রীলংকা ও সাউথ এশিয়া ওয়াচ অন ট্রেড, ইকোনমিকস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। দুই দিনব্যাপী সম্মেলনটি গতকালই শেষ হয়েছে। সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী।

সম্মেলনের 'প্রমোটিং সাসটেইনেবল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন : অপরচুনিটিস ফর জব ক্রিয়েশন অ্যান্ড ইনকাম জেনারেশন' শীর্ষক প্যারালাল সেশনে বক্তারা বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি রয়েছে। কিন্তু সেগুলো কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এ উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির বেশির ভাগই তরুণ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এখন যে পপুলেশন ডিভিডেন্ড সুবিধা পাচ্ছে, কর্মসংস্থানের অভাবে সামনের দিনগুলোয় তা দায়ে রূপান্তরিত হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই এ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষার সঙ্গে পেশার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। পাশাপাশি তদারকি প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। একই সঙ্গে চরম আকার ধারণ করেছে নীতির সমন্বয়হীনতা।

সেশনে বক্তারা আরো বলেন, এ অঞ্চলের বেশির ভাগ শিল্প ক্ষুদ্র ও মাঝারি। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার যেমন ঘাটতি রয়েছে, তেমনি বিনিয়োগ ও অর্থায়নের ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের সুযোগ কম তৈরি হচ্ছে। কর্মসংস্থান ঘাটতি ও মজুরিবৈষম্যের ঝুঁকিতে রয়েছেন এ অঞ্চলের নারী শ্রমিকরা। তাই গুণগত শিক্ষার ওপর যেমন জোর দিতে হবে, তেমনি পরিবেশসম্মত শিল্পায়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিনির্ভরতার মাধ্যমে শ্রমশক্তির দক্ষতা বাড়াতে হবে।

ভারতের জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আরিফ ওয়াকিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

অভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগী পরিচালক সৈয়দ এ আল-মুতি, সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রমুখ।

'টুওয়ার্ডস এন ইনক্লুসিভ, জাস্ট অ্যান্ড পিসফুল সোসাইটি ইন সাউথ এশিয়া : হু আর দ্য চেঞ্জ এজেন্টস?' শীর্ষক প্লেনারি সেশনে অসমতার চারটি উৎস চিহ্নিত করেন সিপিডির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান। তিনি বলেন, উৎপাদনশীল সম্পদ, বাজার, মানবসম্পদের অপর্যাপ্ত উন্নয়ন ও নাগরিকদের গণতান্ত্রিক প্রবেশাধিকারের অভাবেই দেশে দেশে অসমতা বাড়ছে। অসমতা দূর করে একটি শান্তি ও সমৃদ্ধিশালী দক্ষিণ এশিয়া গড়ার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

এ সেশনে বক্তব্য রাখেন ইউএনডিপির ইউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অফিসার ড. সেলিম জাহান, ভারতের আরআইএসের মহাপরিচালক শচিন চতুর্বেদি, যুক্তরাজ্যের উলস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এসআর ওসমানী।

'ফিন্যান্সিং ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া : এভিনিউস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অ্যারেঞ্জমেন্টস' শীর্ষক সেশন বলা হয়, প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতার অভাব রয়েছে। একই সঙ্গে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে স্বচ্ছতা, সুশাসন ও দক্ষতার। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও এ প্রবণতা বেশি মাত্রায় দেখা যাচ্ছে। তাই শুধু অর্থসংস্থান নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে এসব প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, সেটিও দেখতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এবিএম মির্জা আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেশনের প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, আরআইএসের গবেষণা সহযোগী ড. প্রিয়দর্শী দাস, মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের পরিচালক শ্রীরাধা দত্ত, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান ও পাকিস্তানের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি ইনস্টিটিউটের (এসডিপিআই) জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী সাদিয়া রাজ্জাক।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বাস করে। এ অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সহযোগিতা বাড়ানো দরকার। একই সঙ্গে প্রয়োজন নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে এর সর্বোচ্চ উপযোগিতা নিশ্চিত করা।

প্যানেল আলোচনায় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি চীন থেকে বড় অংকের অর্থসংস্থানের চুক্তি করা হয়েছে। এখন এর ব্যবহারিক সক্ষমতাও নিশ্চিত করতে হবে। বিদেশ বিনিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। কিন্তু এর রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের নিজস্ব সক্ষমতাও দেখতে হবে।

'ফস্টারিং কানেক্টিভিটি অ্যান্ড ইকোনমিক ইন্টিগ্রেশন ইন সাউথ এশিয়া : রোল অব প্রাইভেট সেক্টর' শীর্ষক সেশনে বক্তারা বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ এখনো যেকোনো অঞ্চলের তুলনায় কম। বাণিজ্যিক ও গণযাতায়াতের ক্ষেত্রে সংযোগ না বাড়ালে একসঙ্গে এগোনো সম্ভব নয়। আন্তঃযোগাযোগ বাড়ানোয় একটি মহাপরিকল্পনা হতে পারে সহজ সমাধান। এক্ষেত্রে প্রাথমিক উদ্যোগ নিতে হবে সরকারিভাবে। পরবর্তী কার্যক্রম এগিয়ে নেবে বেসরকারি খাত।

এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন ইউএনইএস সিএপির নতুন দিল্লি অফিসের পরামর্শক সরোজ আয়ুস, ভারতের আরআইএসের অধ্যাপক ড. প্রবীর দে, ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অব শ্রীলংকার সভাপতি শরৎ কাহাপালারাচ্ছি, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড পলিসি কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) পরিচালক প্রণব কুমার, আফগানিস্তানের পোরসেশ রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডিজ অর্গানাইজেশনের (পিআরএসও) গবেষণা বোর্ডের সদস্য আহমেদ শাহ মোবারিজ।

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:17-10-2016 Page: 18, Col 5-8 Size: 28 Col*Inc

অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা হুমকি এ অঞ্চলের উন্নয়নে বাধা

শেষ হলো ৯ম দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন

ইত্তেফাক রিপোর্ট

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নত করার জন্য অবারিত সুযোগ রয়েছে। তবে পারস্পারিক অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার কারণে সে সুযোগ কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অন্যদিকে একে অপরে সম্পদ, অবকাঠামো, প্রযুক্তি, উন্নয়ন মডেল ব্যবহার করে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করাও খুব সহজ। কিন্তু নিজেদের উন্নয়নের বাধা হিসেবে রয়েছে নিজেদের মধ্যে চলতে থাকা দ্বন্দ্ব, অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা হুমকির মত কয়েকটি বিষয়। তাই এ অঞ্চলের দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য এসব দূর করে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। গতকাল ঢাকায় আয়োজিত ৯ম দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের শেষ দিনে বক্তারা এসব কথা বলেন। দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

গতকাল জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, সিপিডি চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান, এফবিসিসিআই সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, আফগানিস্তানের সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা অংশ নেন।

আফগান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের উপদেষ্টা ও সিল্ক রোড ইনোভেশন গ্রুপের প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক আবদুল ওয়াসে হাকিকি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর টেকসই উন্নয়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ কার্যকর, উপযোগী ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ। পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এটি করা না গেলে এসডিজি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের দেশগুলোর উন্নয়নে প্রধান সমস্যা দুর্বল সরকার এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য সমন্বয়হীনতা। চলতে থাকা দ্বন্দ্ব, অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা হুমকির কারণে কার্যকর অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না দেশগুলো। প্রতিষ্ঠিত সার্ক সফল হচ্ছে না রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও দ্বিপাক্ষিক বিরোধিতার কারণে।

মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে অর্থায়নই বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মডেল হতে পারে অন্যতম বৃহৎ উৎস। তবে পিপিপি প্রকল্পের দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। কারণ, বাংলাদেশের পিপিপির অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। অনেক প্রকল্প স্থবির কিংবা ধীর গতিতে চলছে। তিনি বলেন, আন্তঃদেশীয় ব্যবসার পরিবেশ তৈরিতে সরকারগুলোকে কাজ করতে হবে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য যোগাযোগ গড়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। পরস্পরের সফলতার ক্ষেত্রগুলো পরস্পরের মাঝে ভাগাভাগি করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, রাজনৈতিক আস্থার সংকট সত্ত্বেও বিশ্বের অনেক অঞ্চল অর্থনৈতিক স্বার্থে এক হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এধরনের ঐক্যে দুর্বলতা আছে। অর্থায়নে বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) একটা উৎস হতে পারে তবে নীতির ধারাবাহিকতায় এফডিআই প্রবাহ ব্যাহত হয়।

ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম বলেন, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার রাজস্ব আহরণ এবং ব্যবহারে দক্ষতার অভাব রয়েছে। মুদ্রা বিনিময় হারও যথেষ্ট উদার নয়। এছাড়া অর্থায়ন সংকট দূর করতে পুঁজিবাজারের উন্নয়নের কথা বলেন তিনি।

আবদুল মাতলুব আহমাদ বলেন, বাংলাদেশের যোগাযোগ, ব্যাংক ও বৈদ্যুতিক খাত বেসরকারি বিনিয়োগ নির্ভর। এসব খাতে বিদেশিদের বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করতে হবে সরকারকে। পারস্পারিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় দেশকে পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ অঞ্চলের বিবিআইন, মোটর ভেহিকল এগ্রিমেন্ট, সাফটা ইত্যাদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন করে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। ছোট দেশগুলো যেন বড় দেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি অবাধভাবে করতে পারে সেই সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের বাণিজ্য আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে অনেক বেশি। সেই তুলনায় এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে অনেক কম। আঞ্চলিক বাণিজ্য বাড়াতে হলে অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ করে তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে।

ভারতের প্রতিনিধি প্রবীর দে বলেন, পারস্পারিক সম্পর্ক আছে ঠিক কিন্তু সেটা খুব বেশি কাজে লাগছে না। রাজনৈতিক টানপোড়েন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বড় দেশে আমদানি-রপ্তানির জন্য ছোট দেশের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

আফগানিস্তানের পর্সেশ রিসার্চ এন্ড স্ট্যাডিজ অর্গানাইজেশনের (পিআরএসও) আহমেদ শাহ মোবারিজ বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ বাড়ছে। এতে বাণিজ্যও কিছুটা বাড়ছে, কিন্তু তা সম্ভাবনার চেয়ে অনেক কম। ভৌগলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো কাছাকাছি হলেও আমদানি-রপ্তানি হচ্ছে খুব সামান্য। আঞ্চলিক রপ্তানির পরিমান মোট রপ্তানির মাত্র সাড়ে ৪ শতাংশ এবং রপ্তানির পরিমাণ ৭ শতাংশ। তিনি বলেন, রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব, সীমান্তে সংঘর্ষ ও সন্ত্রাস, কাছাকাছি হওয়ার সত্ত্বেও পরিবহণ খরচ বেশি হওয়ায় এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বাড়ছে না।

ভারতের এশিয়ান স্ট্যাডিজের মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. শ্রীরাধা দত্ত বলেন, এ অঞ্চলের সীমান্ত হাট, সীমান্তে বাণিজ্য, যান ও নৌ পরিবহন চুক্তি হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান পুরোপরি হয়নি। সীমান্ত দিয়ে শুধু বাণিজ্য নয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্যান্য সাধারণ সেবাগুলো স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা জরুরী।

সেমিনারে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, নেপাল টেলিভিশনের সম্পাদক শোভা শ্রেষ্ঠা, পাকিস্তানের আইএনএফএনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সাফকাত মুনির আহমেদ, একুশে টিভির সিইও মনঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বক্তব্য রাখেন। এতে বক্তারা বলেন, অবাধ তথ্য প্রযুক্তির যুগে এ অঞ্চলে সাংবাদিকদের চলাচল নিয়ন্ত্রিত। অন্যদের ক্ষেত্রে ভিসা পাওয়ার চেয়ে সাংবাদিকদের ভিসা পাওয়া অনেক কঠিন। এছাড়া এ অঞ্চলের পত্রিকাগুলো দেশের স্বার্থ দেখতে গিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংবাদ, সন্ত্রাসের সংবাদ ও অপরাধবিষয়ক সংবাদ প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে উন্নয়নের মডেলগুলো তুলে ধরতে হবে।

সংবাদ
Date: 17-10-2016 Page 16 Col 2-4 Size 11 Col*Inc

সাউথ এশিয়ান ইকোনমিক সামিটের সমাপনী অনুষ্ঠানে স্পিকার

যারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে তারাই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সক্ষম

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সিপিএ চেয়ারপারসন ও জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, যারা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, তারাই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সক্ষমতা অর্জন করে। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) কর্তৃক আয়োজিত নবম দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের (সাউথ এশিয়ান ইকোনমিক সামিট) সমাপনী অনুষ্ঠানে স্পিকার এসব কথা যারা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

যারা : ভবিষ্যতের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বলেন। সিপিডির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, গবেষণা পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন, সাউথ এশিয়া ওয়াচ ট্রেড নেপালের সভাপতি ড. পশ রাজ পান্ডে প্রমুখ।

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) নির্বাহী কমিটির চেয়ারপারসন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, এ সংগঠনটি দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে বাজার অর্থনীতি সচল, অর্থনৈতিক সংকট নিরসন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার উন্নয়ন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, উদ্ভাবনী নীতিমালা গ্রহণ, বহুমুখী সুবিধা প্রণয়ন এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ অঞ্চলের সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। স্পিকার বলেন, নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করতে নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আরও সম্পৃক্ত করতে হবে। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে আমাদের যুব সমাজ ও কর্মক্ষম জনশক্তিকে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০৩০ সালের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে একসাথে কাজ করতে হবে।

সকালের খবর
Date:17-10-2016 Page: 06, Col: 1-4 Size: 28 Col*Inc

নবম দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন শেষ

রাজনৈতিক টানাপড়েন আঞ্চলিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রাজনৈতিক টানাপড়েন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, নিজেরে মধ্যে চলতে থাকা দ্বন্দ্ব, অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকির নানা বিষয়ের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো পিছিয়ে রয়েছে। অথচ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করার অবারিত সুযোগ রয়েছে। একে অপরের সম্পদ, অবকাঠামো, প্রযুক্তি, উন্নয়ন মডেল ব্যবহার করে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে পারে খুব সহজে। নবম দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের শেষ দিনে বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেন।

রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। শেষ দিনে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. এবি মীর্জ্জা আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, সিপিডি চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান, এফবিসিসিআই সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা অংশ নেন।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, রাজনৈতিক আস্থার সঙ্কট সত্ত্বেও বিশ্বের অনেক অঞ্চল অর্থনৈতিক স্বার্থে এক হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের ঐক্যে দুর্বলতা আছে। অর্থায়নে বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) একটা উৎস হতে পারে, তবে নীতির ধারাবাহিকতায় এফডিআই প্রবাহ ব্যাহত হয়।

ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম বলেন, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার রাজস্ব আহরণ এবং ব্যবহারে দক্ষতার অভাব রয়েছে। মুদ্রা বিনিময় হারও যথেষ্ট উদার নয়। এছাড়া অর্থায়ন সঙ্কট দূর করতে পুঁজিবাজারের উন্নয়নের কথা বলেন তিনি।

আফগান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উপদেষ্টা ও শিল্প রোড ইনোভেশন গ্রুপের প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক আবদুল ওয়াসে হাকিকি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর টেকসই উন্নয়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ কার্যকর উপযোগী ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এটি করা না গেলে এসডিজি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের দেশগুলোর উন্নয়নে প্রধান সমস্যা দুর্বল সরকার এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য সমন্বয়হীনতা। চলতে থাকা দ্বন্দ্ব, অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা হুমকির কারণে কার্যকর অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না দেশগুলো। প্রতিষ্ঠিত সার্ক সফল হচ্ছে না রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও দ্বিপাক্ষিক বিরোধিতার কারণে।

ভারতের প্রবীর দে বলেন, পারস্পরিক সম্পর্ক আছে ঠিক কিন্তু সেটা খুব বেশি কাজে লাগছে না। রাজনৈতিক টানাপড়েন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বড় দেশে আমদানি-রফতানির জন্য ছোট দেশের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মীর্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে অর্থায়নই বড় চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মডেল হতে পারে অন্যতম বড় উৎস। তবে পিপিপি প্রকল্পের দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশের পিপিপির অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। অনেক প্রকল্প স্থবির কিংবা ধীরগতিতে চলছে। তিনি বলেন, আন্তঃদেশীয় ব্যবসার পরিবেশ তৈরিতে সরকারগুলোকে কাজ করতে হবে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ গড়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। পরস্পরের সফলতার ক্ষেত্রগুলো পরস্পরের মাঝে ভাগাভাগি করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

আবদুল মাতলুব আহমাদ বলেন, বাংলাদেশের যোগাযোগ, ব্যাংক ও বৈদ্যুতিক খাত বেসরকারি বিনিয়োগনির্ভর। এসব খাতে বিদেশিদের বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করতে হবে সরকারকে। পারস্পরিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় দেশকে পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ অঞ্চলের বিবি আইন, মোটর ভেহিকল অ্যাগ্রিমেন্ট, সাফটা ইত্যাদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন করে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। ছোট দেশগুলো যেন বড় দেশের সঙ্গে আমদানি-রফতানি অবাধভাবে করতে পারে সেই সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের বাণিজ্য আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে অনেক বেশি। সেই তুলনায় এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে অনেক কম।